একাদশ অধ্যায়: ভাষা আন্দোলন ও পরবর্তী রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ

পরীক্ষায় কমন পেতে আরও প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ▶১ তানিম বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্র। সে একদিন টিভিতে একটি অনুষ্ঠান দেখছিল। অনুষ্ঠানের উপস্থাপক ইংরেজি, বাংলা ও হিন্দি মিশিয়ে অনুষ্ঠানটি উপস্থাপন করছিলেন। এ বিষয়টি তানিমকে ব্যথিত করে। তানিমের মনে প্রশ্ন জাগে, এ জন্যই কি আমাদের পূর্ব পুরুষেরা তাদের বুকের তাজা রক্ত ঢেলে রাজপথ রঞ্জিত করেছিল?

◀ *শিখনফল-১*

ক. যুক্তফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় কত সালে? ১

খ. মৌলিক গণতন্ত্র বলতে কী বুঝ? ২

গ. তানিমের ভাবনায় কোন আন্দোলনের প্রভাব লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তানিমের মতো সাধারণ মানুষের চেতনাই বাঙালি জাতিকে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সহায়তা করে—উক্তিটির তাৎপর্য তুলে ধর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক যুক্তফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ১৯৫৩ সালে।

খ জেনারেল আইয়ুব খান ১৯৫৮ সালে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পর পাকিস্তানের শাসন ও রাজনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন করার উদ্যোগ নেন। তিনি প্রচলিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতি পরিত্যাগ করে এক অদ্ভুত ও নতুন নির্বাচন কাঠামো প্রবর্তন করেন। তার এই নিবার্চনের মূল ভিত্তি ছিল মৌলিক গণতন্ত্র। এটি হচ্ছে এক ধরনের সীমিত গণতন্ত্র, যাতে কেবল নির্দিষ্ট সংখ্যক লোকের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের অধিকার ছিল।

গ উদ্দীপকের তানিমের মনোকষ্টে ভাষা আন্দোলনের প্রভাব লক্ষ করা যায়।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির অধিকার হরণের চেষ্টায় লিপ্ত হয়। পুরো পাকিস্তানের মোট জনগোষ্ঠীর ৫৪% মানুষের ভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও সংখ্যালঘিষ্ঠ মাত্র ৩.২৭ জনগোষ্ঠীর ভাষা উর্দুকে তারা রাষ্ট্রভষা হিসেবে চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। ফলে পূর্ব পাকিস্তানে এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ গড়ে ওঠে। পূর্ব বাংলার ছাত্র সমাজ এর প্রতিবাদস্বরূপ গড়ে তোলেন তমুদ্দন মজলিশ নামে একটি সংগঠন। এ সংগঠনের মাধ্যমে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার জন্য জোর দাবি জানানো হয়। কিন্তু ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ পাকিস্তানের গভর্নর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দিলে পূর্ব পাকিস্তানে বিক্ষোভের দানা বাঁধে। ফলে ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ১৯৫২ সালে এ আন্দোলন ব্যাপক রূপ লাভ করে। ১৯৫২ সালে ২১ ফেব্রুয়ারিতে পাকিস্তান সরকারের আরোপ করা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে পূর্ব বাংলার ছাত্ররা সমাবেশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ফলে ছাত্ররা ভাষার দাবিতে মিছিলে বের হলে পুলিশের গুলিতে রফিক, সালাম বরকত, জাব্বারসহ আরও অনেকে শহিদ হন। অবশেষে ১৯৫৬ সালের সংবিধানে পশ্চিম পাকিস্তান সরকার বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

ঘ তানিমের মতো সাধারণ মানুষের চেতনাই বাঙালি জাতিকে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সহায়তা করে, উক্তিটি যথার্থ।

১৪ আগস্ট ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে পশ্চিম পাকিস্তানিরা পূর্ব পাকিস্তানের ওপর নির্যাতনের স্টিমরোলার চালাতে থাকে। তারা পূর্ব পাকিস্তানিদের মুখের ভাষা কেড়ে নেওয়ার মতো ঘৃণ্য চক্রান্তে লিপ্ত হতেও কুণ্ঠবোধ করেনি। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের জানগণ তীব্র প্রতিবাদমুখর হয়ে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদার অধিষ্ঠিত করার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১৯৫২ সালের এই আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি জাতির মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ঘটে। ফলে পরবর্তীতে তারা ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টকে ভোট দিয়ে এক ব্যালট বিপ্লব সংগঠন করে। আর এভাবে ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃত হয়। আর এই প্রেক্ষিতে পূর্ব বাংলার ছাত্র সমাজ ১৯৫২ সালে 'শরীফ শিক্ষা কমিশনের' বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। আর ১৯৬৬ সালে ঘোষণা করা হয় বাঙালির ম্যাগনাকার্টা ছয়দফা এভাবে ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ৭০ এর নির্বাচন এবং ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালি জাতি অর্জন করে কাঙ্ক্ষিত সফলতা। তাই বলা যায় যে, ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি জাতি যে চেতনার বিকাশ ঘটায় তা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে চূড়ান্ত সফলতায় উন্নীত হয়।

প্রশ্ন ▶২ সজিব তাইওয়ানের একটি কোম্পানিতে চাকরি করছেন। বার্ষিক একটি মিটিং-এ প্রভাত বাংলাতে বক্তৃতা করছেন। এ সময় মালিকপক্ষ বাংলাতে বক্তব্য দিতে নিষেধ করলে প্রভাত বলল, আমি বাংলাতে বক্তৃতা করবো। কিন্তু মালিক পক্ষের প্রবল চাপে সে ইংরেজিতে বক্তব্য দিতে বাধ্য হয়। ◀ *শিখনফল-১*

ক. বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশের প্রথম পদক্ষেপ কী ছিল? ১

খ. পাকিস্তান সৃষ্টির পর নতুন নতুন রাজনৈতিক দল গঠিত হয়েছিল কেন? ২

গ. উদ্দীপকে সজিবের মনোভাবে ইতিহাসের কোন আন্দোলনের প্রভাব লক্ষ করা যায়? উক্ত আন্দোলনের পটভূমি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মালিকপক্ষের ন্যায় এ ধরনের আচরণই বাঙালি জাতিকে মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা যুগিয়েছিল? এ বক্তব্যের সাথে তুমি কি একমত? মতামত দাও। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশের প্রথম পদক্ষেপ ছিল ভাষা আন্দোলন।

খ পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই মুসলিম লীগের অগণতান্ত্রিক আচরণ, দমননীতি, পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে সীমাহীন বৈষম্য, বাংলা ভাষার অবমাননা ইত্যাদি কারণে মুসলিম লীগের অনেক নেতা মর্মাহত হন। এসব কারণে গড়ে ওঠে আওয়ামী মুসলিম লীগ। পিপলস ফ্রিডম লীগ, গণআজাদী লীগ, নেজামে ইসলাম, খিলাফত-ই-রাব্বানী পার্টি, কৃষক-শ্রমিক পার্টি ইত্যাদি সংগঠন গড়ে ওঠে।

গ উদ্দীপকে সজিবের মনোভাব এদেশের ইতিহাসের ভাষা আন্দোলনের প্রভাব লক্ষ করা যায়।
১৯৪৭ সালে ভারত উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হলো। তৎকালীন পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের একটি অংশে পরিণত হলো। পশ্চিম পাকিস্তান সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত করে নিল। তারা এ অঞ্চলের ওপর শোষণ করার কৌশল হিসেবে প্রথম ভাষার ওপর হামলা করে। ১৯৪৮ সালে জিন্নাহ ঘোষণা করেন এদেশের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। এতে বুদ্ধিজীবী ও ছাত্রজনতা আপত্তি জানায়। কিন্তু এই নীতি থেকে তারা টলেনি। ১৯৫২ সালে জীবনের বিনিময়ে এদেশের মানুষ তাদের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা রক্ষা করে। বাংলা হয় পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রভাষা।
বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতে এদেশের মানুষকে জীবন দিতে হয়েছিল।

ঘ হ্যাঁ, উক্ত বক্তব্যের সাথে আমি একমত। উদ্দীপকের মালিকপক্ষের মনোভাবের সাথে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর মনোভাব সামঞ্জস্যপূর্ণ। যার পরিপ্রেক্ষিতে শুরু হয় ভাষা আন্দোলন এবং পরবর্তীতে এ আন্দোলনের সফলতাই আমাদেরকে মুক্তিযুদ্ধের অনুপ্রেরণা দেয়।
পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এদেশের রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে উর্দুকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। কিন্তু এদেশের ছাত্র জনতা প্রতিবাদ জানায়। প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর থামানোর জন্য তারা ১৪৪ ধারা জারি করে। ছাত্রজনতা ১৪৪ ধারা ভেঙে মিছিল বের করে। পুলিশ মিছিলে গুলি চালালে শহিদ হন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার। বাংলা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পায়।
জীবনের বিনিময়ে পাওয়া রাষ্ট্রভাষা এদেশের মানুষের জাতীয় জীবনে প্রভাবিত করে। নিজেদের অধিকার আদায়ে সোচ্চার করে। তারা বুঝে গিয়েছিল আন্দোলন সংগ্রাম ছাড়া শাসক তাদের অধিকার দেবে না। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। ভাষা আন্দোলনের মতোই বাঙালি মরণপণ যুদ্ধ করে বিজয় ছিনিয়ে আনে। বিশ্বের বুকে স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশ মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়।
তাই বলা যায়, উদ্দীপকের মালিকপক্ষের আচরণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর আচরণ বাঙালি জাতিকে মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা যুগিয়েছিল।

প্রশ্ন ▶৩ পাকিস্তান আমলে মুসলিম লীগের এক অংশ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, সংস্কারপন্থি ছিল। তাদের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানি মদদপুষ্ট প্রতিক্রিয়াশীল অপর অংশ নানাভাবে দমন, নিপীড়ন চালাতে থাকে। তখন তাদের প্রচলিত নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে নতুন একটি রাজনৈতিক দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। তখন পূর্ব পাকিস্তানের কিছু জাতীয় নেতৃবৃন্দ ঢাকা রোজগার্ডেনে কর্মী সম্মেলনের মাধ্যমে নতুন একটি দল গঠন করে। এ দলটি সাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক চেতনায় বিশ্বাসী ছিল বলে পরবর্তীতে মুসলিম দলটি বাদ দিয়ে নতুন নামে পরিচিতি লাভ করে। *◀ শিখনফল-৩*

ক. সংবিধানে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা দেওয়া হয় কত সালে? ১
খ. রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে কোন রাজনৈতিক দল গঠনের কথা বলা হয়েছে? উক্ত দল গঠনের প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত রাজনৈতিক দলটি পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর হিসেবে জনগণের আস্থা অর্জনে সমর্থ হয়- এ উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক সংবিধানে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা দেওয়া হয় ১৯৫৬ সালে।

খ ভাষা আন্দোলনে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ অন্যতম ভূমিকা রেখেছিল। এ পরিষদের অন্যতম দাবি ছিল বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা এবং পূর্ব পাকিস্তানের সরকারি ভাষা হিসেবে ঘোষণা করা। তীব্র আন্দোলনের মুখে ১৫ মার্চ খাজা নাজিমুদ্দীন আন্দোলনকারীদের সাথে চুক্তি করতে বাধ্য হন। এ চুক্তিতে শিক্ষার মাধ্যম বাংলা, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব আইন পরিষদে উত্থাপন প্রভৃতি উল্লেখ ছিল।

গ উদ্দীপকে আওয়ামী মুসলিম লীগ যা পরবর্তীতে শুধু আওয়ামী লীগ নাম ধারণ করেছিল, সে দলটির কথা বলা হয়েছে।
দীর্ঘদিন ধরে মুসলিম লীগে গণতন্ত্রমনা অংশটির ওপর মুসলিম লীগের গোঁড়া অংশের নেতৃবৃন্দ দমন পীড়ন চালাতে থাকে। এজন্যে সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম, মওলানা ভাসানী মুসলিম লীগের প্রচলিত নীতির প্রতিবাদ করতে থাকেন এবং নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের জন্য আলোচনায় বসেন। ১৯৪৮ সালের মে মাস থেকে আলোচনা চলতে থাকে। নতুন দল গঠনের তৎপরতা ও প্রস্তুতির পর ১৯৪৯ সালের ২৩-২৪ জুন ঢাকার রোজগার্ডেনে কর্মী সম্মেলন হয়। ৩০০ জন শীর্ষ পর্যায়ের প্রতিনিধি এতে অংশ নেন। সভায় সর্বসম্মতভাবে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠিত হয়।
পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগই ১৯৫৫ সালে আওয়ামী লীগ নাম ধারণ করে।

ঘ উদ্দীপকে আওয়ামী লীগের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ দলটি পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর হিসেবে জনগণের আস্থা অর্জনে সমর্থ হয়েছিল।
মুসলিম লীগের অনৈতিক আর শোষণ-নিপীড়ন নীতির প্রতিবাদে ১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়। ১৯৫৫ সালে এর নামকরণ করা হয় 'আওয়ামী লীগ'। এ দলটি এ অঞ্চলের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা বুঝে আন্দোলন শুরু করে। জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ, স্বাধিকার ও ভাষার দাবিতে তারা স্বোচ্ছার হয়।
জন্মলগ্ন থেকে আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ৪২ দফা কর্মসূচি গ্রহণ করে। তাদের প্রধান দাবির মধ্যে ছিল রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার স্বীকৃতি, একজনের এক ভোট, গণতন্ত্র, একটি সংবিধান প্রণয়ন, সংসদীয় পদ্ধতিতে সরকার, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণ। মুসলিম লীগ ও পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের কুশাসনের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর হিসেবে অচিরেই দলটি জনগণের আস্থা অর্জনে সমর্থ হয়।
পরিশেষে বলা যায়, আওয়ামী মুসলিম লীগ তথা আওয়ামী লীগ তার আন্দোলন দ্বারাই জনগণের আস্থা অর্জন করে।

প্রশ্ন ▶৪ ইতিহাসের ম্যাডাম দুর্গাদেবী দত্ত, নবম শ্রেণির ইতিহাস ক্লাসে পাকিস্তানি আমলের একটি মন্ত্রিসভা সম্পর্কে বলছিলেন। যে মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী অর্থ, রাজস্ব ও স্বরাষ্ট্র বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন। এ সময়ে বিভিন্ন অরাজকতা শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক গোলযোগ শুরু হয়। ফলে কেন্দ্রীয় সরকার উক্ত মন্ত্রিসভাকে ব্যর্থ বলে দায়ী করে এবং সে মন্ত্রিসভা ভেঙে গভর্নরের শাসন জারি করা হয়। প্রায় দুই মাস শাসনের পর এ মন্ত্রিসভার অবসান হয়। *◀ শিখনফল-৪*

ক. কার সভাপতিত্বে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়? ১

খ. পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি গঠন করা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে ইতিহাস ম্যাডাম কোন মন্ত্রিসভার ইঙ্গিত প্রদান করছেন। ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে উক্ত মন্ত্রিসভা ব্যর্থ হয়েছিল– এ উক্তিটির সাথে তুমি কি একমত? মতামত দাও। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়।

খ ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে মাওলানা আকরাম খাঁকে সভাপতি করে 'পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি' গঠন করা হয়। ১৯৪৮ সালে করাচিতে অনুষ্ঠিত নিখিল পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলনে বাংলা ভাষা আরবি হরফে লেখার প্রস্তাব দেওয়া হয়। আর আরবি হরফে বাংলা লেখার ষড়যন্ত্রের প্রচেষ্টা হিসেবে বাংলা ভাষা সংস্কারের নামে এ কমিটি গঠন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর প্রতিবাদ জানায়।

গ উদ্দীপকের ইতিহাসের ম্যাডাম যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার কথা ইঙ্গিত করেছেন।
যুক্তফ্রন্টের নিরঙ্কুশ জয় শুরু থেকেই মুসলিম লীগ সুনজরে দেখেনি। তারা যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করে। দুই বাংলা নিয়ে শেরে বাংলার আবেগপ্রবণ বক্তব্য, ২১শে ফেব্রুয়ারিকে সরকারি ছুটি ও বর্ধমান হাউসকে বাংলা ভাষার গবেষণা প্রতিষ্ঠান ঘোষণা দেওয়ার কারণে কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষুব্ধ হয়। তারা যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বাতিল করার সুযোগ খুঁজতে থাকে। পরে বাতিলও করে। যুক্তফ্রন্টের মোট ১৪ জন মন্ত্রী ছিল। শেরে বাংলা মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও অর্থ, রাজস্ব ও স্বরাষ্ট্র বিভাগের দায়িত্ব নেন। ইতিহাসের ম্যাডামের বক্তব্যে উল্লিখিত বিষয়গুলোই ফুটে উঠেছে।
তাই বলা যায় ইতিহাসের ম্যাডাম যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার কথা বলেছেন।

ঘ উদ্দীপকে ইতিহাসের ম্যাডাম যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার কথা বলেছেন। এই মন্ত্রিসভা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছিল।
শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে ১৪ সদস্যবিশিষ্ট যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল। এই মন্ত্রিসভার প্রতি মুসলিম লীগের সুনজর ছিল না। তাছাড়া ফজলুল হক দুই বাংলা নিয়ে আবেগপ্রবণ বক্তব্য দিলে অবস্থা আরও নাজুক হয়ে পড়ে। ২১শে ফেব্রুয়ারিকে সরকারি ছুটি ঘোষণা এবং বর্ধমান হাউসকে বাংলা ভাষার গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঘোষণার পর কেন্দ্রীয় সরকার আরও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তারা এই মন্ত্রিসভাকে বাতিল করার কারণ খুঁজতে থাকে।
যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার সময় মে মাসে কেন্দ্রীয় কারাগারের সামনে কারা কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় জনগণের মাঝে সংঘর্ষ হয়। আদমজী জুট মিলে বাঙালি ও বিহারী শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক গোলযোগ দেখা দেয়। এই দুটি ঘটনা সমাজে শ্রেণিদ্বন্দ্ব প্রকট করে তোলে। দায় এসে পড়ে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার প্রতি। এই ঘটনা দুটিকে অজুহাত হিসেবে দাঁড় করিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল করে।
উপর্যুক্ত আলোচনায় উল্লিখিত বক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণিত হয়।

প্রশ্নব্যাংক

➤ উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶৫ পুষ্পা ও তার বন্ধুরা ফুলের তোড়া ও পুষ্পস্তবক নিয়ে সারিবদ্ধভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। লক্ষ্য হচ্ছে, শহিদদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য স্মৃতিস্তম্ভে তা অর্পণ করা। সকলে গাইছে, 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো.....' গানটি। স্মৃতিস্তম্ভের অদূরে একটি আলোচনা সভা চলছিল। সেখানে একজন বক্তার কণ্ঠ থেকে ভেসে আসছে, 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো' গানটি নিছক একটি গান নয়, এটি একটি চেতনা, আন্দোলনের প্রতীক। এ চেতনাই জন্ম দিয়েছে ছেষট্টির ৬ দফা, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ।

◀ *শিখনফল-১*

ক. মুসলিম লীগ কোন ধারার প্রতিনিধিত্ব করত? ১
খ. উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের লক্ষ্য কী ছিল? ২
গ. অনুচ্ছেদে বর্ণিত স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের পটভূমি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. স্মৃতিস্তম্ভের কাছে যিনি বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তার বক্তব্যের যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুসলিম লীগ মুসলিম জাতীয়তাবাদী আদর্শভিত্তিক রাজনৈতিক ধারার প্রতিনিধিত্ব করত।

খ আইয়ুব খানের পদত্যাগ, ১৯৬২ সালের সংবিধান বাতিল, 'এক ব্যক্তি এক ভোটের' ভিত্তিতে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার প্রভৃতি ছিল গণঅভ্যুত্থানের প্রত্যক্ষ লক্ষ্য। এ ছাড়াও অন্যান্য যে সকল লক্ষ্য ছিল সেগুলো হলো– স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা, গণতন্ত্রের আদর্শ প্রতিষ্ঠা, অর্থনৈতিক বৈষম্যের অবসান ঘটানো, গণবিরোধী অশুভশক্তির মূলোচ্ছেদ এবং সামরিকচক্রের কর্তৃত্বলোপ প্রভৃতি।

সুপার টিপস: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ শহিদ মিনার নির্মাণের পটভূমি ব্যাখ্যা কর।

ঘ ভাষা আন্দোলন পরবর্তী আন্দোলনসমূহে প্রেরণা যুগিয়েছিল –বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন ▶৬ বিশ্বশান্তির দীপ্ত শিখা নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক সিটিতে দাঁড়িয়ে আছে জাতিসংঘ সদর দপ্তর। এখানেই ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর এক অধিবেশনে নিজ ভাষায় ভাষণ দেন একটি দেশের জাতির জনক। মূলত জাতিসংঘের ২৯তম ঐ সাধারণ অধিবেশনে নিজ ভাষার ঐতিহ্যকে তুলে ধরতেই উক্ত জাতির জনক মায়ের ভাষায় ভাষণ প্রদান করেন। ◀ *শিখনফল-১*

ক. আওয়ামী লীগ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? ১
খ. ১৯৪৭ সাল পরবর্তী পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগ অভ্যন্তরীণ কোন্দলে জড়িয়ে পড়ে — বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. উদ্দীপকের ঘটনায় তোমার পঠিত কোন আন্দোলনের প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'উক্ত আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে রাজপথ রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল' — বিশ্লেষণ কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক আওয়ামী লীগ ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ ১৯৪৭ পরবর্তী পূর্ব বাংলায় শুরু থেকেই মুসলিম লীগ অভ্যন্তরীণ কোন্দলে জড়িয়ে পড়ে। এ সময় দ্বিমুখী ধারায় বিভক্ত হয় দলটি। একটি ধারা ছিল সোহরাওয়ার্দী-হাশিমপন্থি। অন্যটি ছিল নাজিমুদ্দীন-আকরাম খাঁপন্থি। প্রথম ধারাটি ছিল উদার, গণতান্ত্রিক এবং সংস্কারপন্থী এবং

দ্বিতীয় ধারাটি ছিল রক্ষণশীল পশ্চিম পাকিস্তানিদের আজ্ঞাবাহী দোসর। ফলে এ অন্তঃকোন্দল দলটিকে সাংগঠনিকভাবে দুর্বল করে দেয়।

সুপার টিপস্: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ ভাষা আন্দোলনের বর্ণনা দাও।

ঘ ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায় আলোচনা কর।

➤ অনুশীলনের জন্য আরও প্রশ্ন

প্রশ্ন ▶ ৭ হেরিকল্যান্ড এক সময় ব্রিটিশ উপনিবেশ ছিল। ব্রিটিশ চলে যাবার পর অনেক আশা নিয়ে তারা ক্লিনল্যান্ডের সাথে যোগ দেয়। কিন্তু ক্লিনল্যান্ডের শাসকরা তাদের প্রতি ছিল উদাসীন। হেরিকরা সরকারি চাকরিতে তাদের অধিকার নিশ্চিত করে আইন পাস করতে বলে। কিন্তু ক্লিনল্যান্ডের শাসকরা তা করতে রাজি হয় না। এ সময় সেখানে শুরু হয় তীব্র ছাত্র আন্দোলন। সিনচুরসহ অনেক ছাত্রনেতাকে হত্যা করা হয়। এর ফলে আন্দোলনটি হেরিকদের স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপ নেয়, পরবর্তী সময়ে হেরিকরা স্বাধীন হেরিকল্যান্ড প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছিল।

◀ শিখনফল-১

ক. পশ্চিম পাকিস্তানি মুসলিম লীগ শাসক ও দোসরদের বিরুদ্ধে ব্যালট বিপ্লব ছিল কোনটি? ১

খ. ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সিনচুরের সমর্থিত আন্দোলনের সাথে ভাষা আন্দোলনের সাদৃশ্য কোথায় তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. স্বাধীন হেরিকল্যান্ড সৃষ্টির পটভূমি বিশ্লেষণে স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টিতে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

প্রশ্ন ▶ ৮ সামসুজ্জোহা স্যার ইতিহাসে যুক্তফ্রন্ট নিয়ে পড়াচ্ছিলেন। ছাত্রদের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, চুয়ান্ন খ্রিষ্টাব্দের প্রাদেশিক নির্বাচন পূর্ব বাংলার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ নির্বাচনে মওলানা ভাসানী, ফজলুল হক ও সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে গঠিত হয় যুক্তফ্রন্ট। পূর্ব বাংলার গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়ে ২১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। এর উল্লেখযোগ্য দিক হলো বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা, বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করা ইত্যাদি।

◀ শিখনফল-১

ক. সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক কে ছিলেন? ১

খ. মুসলিম লীগের পরাজয়ের কারণ কী? ২

গ. উদ্দীপকে আলোচিত যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার গঠন ও কার্যাবলি কেমন ছিল লেখ। ৩

ঘ. স্যারের আলোচিত ২১ দফা কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য দিকগুলো পর্যালোচনা কর। ৪

নিজেকে যাচাই করি

সৃজনশীল বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সময়: ৩০ মিনিট; মান-৩০

১. উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় কোন সম্মেলনে?
ক ঢাকা খ লাহোর
গ করাচি ঘ রাজশাহী

২. ভারত মহাদেশ বিভক্তির পর পূর্ব বাংলা কোন দেশটির আওতাভুক্ত ছিল?
ক ভারতের খ পাকিস্তানের
গ মায়ানমারের ঘ নেপালের

৩. দুই পাকিস্তানের মধ্যে বিভক্তি দেখা দেয় প্রথম কী কারণে?
ক ধর্মীয় খ ভাষার
গ সামাজিক ঘ সামরিক

৪. বাংলা ভাষার প্রতি আঘাত করার কারণ কী ছিল?
ক বাঙালিদের শোষণ করা
খ বাংলা ভিত্তিহীন ভাষা
গ বাংলা হিন্দুদের ভাষা
ঘ উর্দু পবিত্র ভাষা

৫. কমল বলেন যে, জাতীয় পরিষদে বাংলা ভাষার বিষয়টি নিয়ে বিতর্কে এক ব্যক্তির দেওয়া সংশোধনী প্রস্তাব অনুযায়ী উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। কমল কার কথা বলেছেন?
ক আলাউদ্দিন আহমেদ
খ আদেল উদ্দিন আহমদ
গ আনোয়ার আহমদ
ঘ আশরাফ উদ্দিন আহমদ

৬. ১৯৪৮ সালে ২৬ ও ২৯ ফেব্রুয়ারি কোন জায়গার সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়েছিল?
ক কুমিল্লা খ ঢাকা
গ রাজশাহী ঘ রংপুর

৭. মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় এসেছিলেন কত তারিখে?
ক ১৯ মার্চ, ১৯৪৮ খ ২ মার্চ, ১৯৪৮
গ ২৫ মার্চ, ১৯৪৭ ঘ ২৮ মার্চ, ১৯৫২

৮. ১৯৪৮ সালের ১৮ নভেম্বর কোন প্রধানমন্ত্রী ঢাকায় এসেছিলেন? (জ্ঞান)
ক মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ
খ লিয়াকত আলী
গ ইস্কান্দার মির্জা
ঘ আইয়ুব খান

৯. ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গণপরিষদ কর্তৃক গঠিত মূলনীতি কমিটির সুপারিশে কী বলা হয়েছিল?
ক বাংলাই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা
খ হিন্দিই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা
গ ইংরেজিই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা
ঘ উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা

১০. পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান কত সালে নিহত হন?
ক ১৯৫০ খ ১৯৫১
গ ১৯৫২ ঘ ১৯৫৩

১১. পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান কার হাতে মৃত্যুবরণ করেন?
ক বডিগার্ডের খ সন্ত্রাসীদের
গ আততায়ীর ঘ সেনাবাহিনীর

১২. পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?
ক লিয়াকত আলী খান
খ এ কে ফজলুল হক
গ মওলানা ভাসানী
ঘ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ

১৩. পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি গঠন করার কারণ–
i. বাংলা ভাষা সংস্কার
ii. আরবি হরফে বাংলা ভাষা লেখা
iii. বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে রূপদান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪. পশ্চিম পাকিস্তানিরা যে সুবিধা ভোগ করত তা হলো–
i. টেলিফোন
ii. টেলিগ্রাফ
iii. অফিস-আদালত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫. সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কর্মসূচি বাতিলের জন্য কে ১৪৪ ধারা জারি করেছিল?
ক নূরুল আমিন
খ এ. কে. ফজলুল হক
গ লিয়াকত আলী খান
ঘ ইস্কান্দার মির্জা

১৬. পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানের মাঝে দূরত্ব কত ছিল?
ক প্রায় দুই হাজার মাইল
খ প্রায় পাঁচ হাজার মাইল
গ প্রায় পাঁচশত মাইল
ঘ প্রায় এক হাজার মাইল

১৭. ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় কারা শহিদ মিনারটি ভেঙে ফেলেছিল?
ক বাংলাদেশ সেনাবাহিনী
খ পাক হানাদার বাহিনী
গ ইন্ডিয়ান আর্মি
ঘ বাংলাদেশ পুলিশ

১৮. কোন ধরনের বৈষম্যের ফলে ভাষা আন্দোলন হয়েছিল?
ক ধর্মীয় খ সাংস্কৃতিক
গ অর্থনৈতিক ঘ সামরিক

১৯. বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনালগ্ন কোনটি?
ক ভাষা আন্দোলন
খ শিক্ষা আন্দোলন
গ ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ
ঘ সামরিক আইন

২০. ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি ঢাকা শহর ছিল
i. হরতালের শহর
ii. মিছিলের শহর
iii. প্রতিবাদের শহর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২১. প্রভাতফেরি ও প্রভাতফেরির গান বাঙালির সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে পরিণত হয়েছে কোন দিনটি থেকে?
ক ১০ ফেব্রুয়ারি খ ১৫ ফেব্রুয়ারি
গ ২১ ফেব্রুয়ারি ঘ ২৫ ফেব্রুয়ারি

২২. ২১ ফেব্রুয়ারি কাদের সম্মানে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়?
ক মুক্তিযুদ্ধের খ শিক্ষকদের
গ ভাষাশহিদদের ঘ বুদ্ধিজীবীদের

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ২৩ ও ২৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
জিসান ও হাসান দুই বন্ধু। তারা একত্রে ঢাকা নিউ মার্কেটে বই কিনতে যায়। জিসান বেছে বেছে বাংলায় অনূদিত বই কেনে আর হাসান ইংরেজি ভাষায় লেখা বই কেনে। হাসান মনে করে ইংরেজি বই এর বাংলা অনুবাদ পড়া একেবারেই মূর্খতা।

২৩. জিসানের মানসিকতায় কোন আন্দোলনের প্রভাব লক্ষণীয়?
ক খেলাফত আন্দোলন
খ ভাষা আন্দোলন
গ অসহযোগ আন্দোলন
ঘ স্বাধিকার আন্দোলন

২৪. উক্ত আন্দোলন আমাদের শিক্ষা দেয়–
i. দেশকে ভালোবাসতে
ii. অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে
iii. শত্রুর সাথে আপোশ করতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

২৫. পশ্চিম পাকিস্তানি নেতৃবর্গ শুরু থেকে কোন ভাষাভাষী ছিল?
ক বাংলাভাষী খ উর্দুভাষী
গ হিন্দি ভাষী ঘ ইংরেজি ভাষী

২৬. ধীরে ধীরে মুসলিম লীগের অবস্থা কীরূপ হয়েছিল?
ক জনবিচ্ছিন্ন খ বিশৃঙ্খলাপূর্ণ
গ জনসংযোগপূর্ণ ঘ জনকল্যাণমূলক

২৭. মুসলিম লীগ দ্বিমুখী ধারায় বিভক্ত হয় কেন?
ক সমাজতান্ত্রিকতার জন্য
খ ভ্রান্তনীতির জন্য
গ গণতান্ত্রিকতার জন্য
ঘ উদারনীতির জন্য

২৮. কত তারিখে আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল?
ক ২৪ মার্চ খ ২৫ ফেব্রুয়ারি
গ ২৪ জুন ঘ ২৫ জুলাই

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৯ ও ৩০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
চাকসা ইউনিয়ন নির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থী প্রভাবশালী জালাল খানকে পরাজিত করার জন্য অপর চারজন প্রার্থী ঐক্যবদ্ধ হয়ে নির্বাচন করেন। নির্বাচনে তারা বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন।

২৯. উদ্দীপকের সাথে কোন সালের নির্বাচনের মিল রয়েছে?
ক ১৯৪৫ খ ১৯৫৪
গ ১৯৬২ ঘ ১৯৭৩

৩০. উক্ত নির্বাচনের জোটবদ্ধ দলের নাম—
ক জনতা পার্টি খ কংগ্রেস
গ যুক্তফ্রন্ট ঘ কৃষক পার্টি

সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন

সময়: ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট; মান-৭০

১.▶ সামসুজ্জোহা স্যার ইতিহাসে যুক্তফ্রন্ট নিয়ে পড়াচ্ছিলেন। ছাত্রদের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, চুয়ান্ন সালের প্রাদেশিক নির্বাচন পূর্ব বাংলার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ নির্বাচনে মওলানা ভাসানী, ফজলুল হক ও সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে গঠিত হয় যুক্তফ্রন্ট। পূর্ব বাংলার গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়ে ২১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। এর উল্লেখযোগ্য দিক হলো বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা, বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করা ইত্যাদি।

ক. সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক কে ছিলেন? ১
খ. মুসলিম লীগের পরাজয়ের কারণ কী? ২
গ. উদ্দীপকে আলোচিত যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার গঠন ও কার্যাবলি কেমন ছিল লেখ। ৩
ঘ. স্যারের আলোচিত ২১ দফা কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য দিকগুলো পর্যালোচনা কর। ৪

২.▶ পুষ্পা ও তার বন্ধুরা ফুলের তোড়া ও পুষ্পস্তবক নিয়ে সারিবদ্ধভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। লক্ষ্য হচ্ছে, শহিদদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য স্মৃতিস্তম্ভে তা অর্পণ করা। সকলে গাইছে, 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো.....' গানটি। স্মৃতিস্তম্ভের অদূরে একটি আলোচনা সভা চলছিল। সেখানে একজন বক্তার কণ্ঠ থেকে ভেসে আসছে, 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো' গানটি নিছক একটি গান নয়, এটি একটি চেতনা, আন্দোলনের প্রতীক। এ চেতনাই জন্ম দিয়েছে ছেষট্টির ৬ দফা, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ।

ক. মুসলিম লীগ কোন ধারার প্রতিনিধিত্ব করত? ১
খ. ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের লক্ষ্য কী ছিল? ২
গ. অনুচ্ছেদে বর্ণিত স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের পটভূমি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. স্মৃতিস্তম্ভের কাছে যিনি বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তার বক্তব্যের যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৩.▶ নওরীন গত ২১ ফেব্রুয়ারি বিদ্যালয় থেকে আয়োজিত প্রভাত ফেরি ও আলোচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল। শহিদ মিনারে সর্বস্তরের জনগণের বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের তথা ছাত্রছাত্রীদের শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন দেখে ভাষা শহীদদের প্রতি নওরীনের শ্রদ্ধাবোধ আরও বেড়ে যায়। সে খুব খুশি যে, বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা শহীদ দিবসের তাৎপর্য সম্পর্কে জানতে পেরেছি।

ক. বাঙালির জাতীয় শোক দিবস ও শহীদ দিবস হিসেবে উদযাপিত হয়ে আসছে কোন দিনটি? ১
খ. ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা কী? ২
গ. উদ্দীপকের নওরীনের বিদ্যালয়ের শহিদ দিবসের গৃহীত কর্মসূচির সাথে তোমার বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত কর্মসূচির তুলনামূলক আলোচনা কর। ৩
ঘ. ভাষা আন্দোলনের চেতনাই পরবর্তীকালে প্রতিটি গণআন্দোলনের প্রেরণা যোগায়— উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৪.▶ ইতিহাসের শিক্ষক সালাম চৌধুরী ছাত্রদেরকে যুদ্ধপূর্ব সময়ের বাংলাদেশের ইতিহাস বিষয়ে পাঠদানকালে বলেন, পাকিস্তানের জন্মের পর থেকেই যে দলটি শাসক দল হিসেবে যাত্রা শুরু করেছিল অগণতান্ত্রিক ও অসংবিধানিকভাবে দেশ পরিচালনার জন্য এটি জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এটি ছিল মূলত ধর্মীয় আদর্শভিত্তিক রাজনৈতিক ধারার দল। নিজেদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ কোন্দল এবং রাষ্ট্র পরিচালনার চরম ভ্রান্ত নীতির কারণে দেশে মারাত্মক সংকট সৃষ্টি হয়।

ক. বর্তমান শহিদ মিনারটি নির্মাণ করা হয় কত সালে? ১
খ. ভাষা আন্দোলনে তমদ্দুন মজলিশের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত দলটির রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে সালাম চৌধুরী কর্তৃক উল্লিখিত দলটির অভ্যন্তরীণ কোন্দল এবং রাষ্ট্রপরিচালনায় ব্যর্থতার কারণে বিরোধীপক্ষরা নতুন নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেছিল-বিশ্লেষণ কর। ৪

৫.▶ সিরিয়ার সরকারবিরোধী পক্ষগুলো নতুন জোট গঠনের জন্য একমত হয়। তারা নতুন জোটের নাম দিয়েছে 'সিরিয়ান রেভ্যুলেশন'। সিরিয়ায় সহিংসতা বন্ধ করে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা এ জোটের প্রধান লক্ষ্য। এরূপ পাকিস্তানেও পূর্ববাংলায় রাজনৈতিক দলগুলো নিয়ে একটি জোট গঠন করা হয়। মূলত তৎকালীন বাংলায় প্রাদেশিক সরকার পরিচালনা করতে জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচন করাই ছিল তাদের লক্ষ্য।

ক. রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন কী? ১
খ. ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে পাকিস্তান আমলের কোন জোট গঠনের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর, উক্ত জোটটি বাংলার গণমানুষের আশা আকাঙ্ক্ষাকে অনেকাংশে পূরণ করতে সক্ষম হয়েছিল? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৬.▶ প্রাচুর্যের বাবা একজন সুশিক্ষিত ও আধুনিক মানুষ। তিনি প্রাচুর্যের উদয়ন স্কুলে বাংলা মিডিয়ামে ভর্তি করিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু প্রাচুর্যের মা এতে নাখোশ। তিনি চান ছেলেকে অক্সফোর্ড ইংলিশ মিডিয়ামে স্কুলে ভর্তি করতে। কারণ তার বান্ধবীরা যারা গুলশানে বসবাস করছেন তাদের ছেলে-মেয়েরা ওখানে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোতে পড়াশোনা করছে। কিন্তু প্রাচুর্যের বাবা তাকে বুঝিয়ে বললেন, বাংলা মিডিয়ামে পড়াশোনা করে এদের চেয়েও মেধাবী হওয়া সম্ভব।

ক. যুক্তফ্রন্ট মূলত কতটি দল নিয়ে গঠিত হয়? ১
খ. যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা বাতিল করা হয় কেন? ২
গ. কোন আন্দোলনের প্রভাবে প্রাভাবিত হয়ে প্রাচুর্যের বাবা প্রাচুর্যের বাংলা মিডিয়ামে ভর্তি করিয়েছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত আন্দোলন কীভাবে আমাদের জাতীয় জীবনে প্রভাব বিস্তার করে- বিশ্লেষণ কর। ৪

৭.▶ প্রভাত বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্র। সে একদিন টিভিতে একটি অনুষ্ঠান দেখছিল। অনুষ্ঠানের উপস্থাপক ইংরেজি, বাংলা ও হিন্দি মিশিয়ে অনুষ্ঠানটি উপস্থাপন করছিলেন। এ বিষয়টি তানিমকে ব্যথিত করে। তানিমের মনে প্রশ্ন জাগে, এ জন্যই কি আমাদের পূর্ব পুরুষেরা তাদের বুকের তাজা রক্ত ঢেলে রাজপথ রঞ্জিত করেছিল?

ক. যুক্তফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় কত সালে? ১
খ. মৌলিক গণতন্ত্র বলতে কী বুঝ? ২
গ. তানিমের মনোকষ্টে কোন আন্দোলনের প্রভাব লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তানিমের মতো সাধারণ মানুষের চেতনাই বাঙালি জাতিকে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সহায়তা করে— উক্তিটির তাৎপর্য তুলে ধর। ৪

৮.▶ ভারতের আসামের মুখ্যমন্ত্রী স্যার বিমল প্রসাদ ১৯৬০ সালে ঘোষণা করেন 'অসমিয়া' ভাষা হবে আসামের একমাত্র রাজ্য ভাষা। এ ঘোষণায় ক্ষোভে ফেটে পড়ে আসামের বাংলাভাষী জনগোষ্ঠী। আন্দোলন পরিচালনার জন্যে গঠন করা হয় 'কাছাড় জেলা গণসংগ্রাম পরিষদ'। এ পরিষদ ১৯ মে ১৯৬০ তারিখে হরতালের ডাক দেয়। রাজ্য সরকার এ দিন কারফিউ ঘোষণা করে। কারফিউ ভঙ্গ করে মিছিল বের করলে পুলিশের গুলিতে শহিদ হন ১ জন তরুণী ও ১০ জন তরুণ। অবশেষে আসামের রাজ্যভাষা হিসেবে অসমিয়ার পাশাপাশি বাংলাও স্থান লাভ করে।

ক. পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় কবে? ১
খ. 'যুক্তফ্রন্ট' বলতে কী বোঝ? ২
গ. কাছাড় জেলা গণসংগ্রাম পরিষদ' এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ পূর্ব পাকিস্তানে গঠিত প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকটি বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে যে আন্দোলনের কথা মনে করিয়ে দেয় সে আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়টি বিশ্লেষণ কর। ৪

৯.▶ সজিব হাওয়ায়ে টেক্সটাইল লিমিটেড নামে একটি তাইওয়ানের কোম্পানিতে চাকরি করছেন। বার্ষিক একটি মিটিং-এ তিনি বাংলাতে বক্তৃতা করছেন। এ সময় মালিকপক্ষ বাংলাতে বক্তব্য দিতে নিষেধ করলে তিনি বললেন, আমি বাংলাতে বক্তৃতা করবো। কিন্তু মালিক পক্ষের প্রবল চাপে তিনি ইংরেজিতে বক্তব্য দিতে বাধ্য হন।

ক. বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশের প্রথম পদক্ষেপ কী ছিল? ১
খ. পাকিস্তান সৃষ্টির পর নতুন নতুন রাজনৈতিক দল গঠিত হয়েছিল কেন? ২
গ. উদ্দীপকে সজিবের মনোভাবে ইতিহাসের কোন আন্দোলনের প্রভাব লক্ষ করা যায়? উক্ত আন্দোলনের পটভূমি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মালিকপক্ষের ন্যায় এ ধরনের আচরণই বাঙালি জাতিকে মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা যুগিয়েছিল? এ বক্তব্যের সাথে তুমি কি একমত? মতামত দাও। ৪

১০.▶ "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো
একুশে ফেব্রুয়ারি,
আমি কি ভুলিতে পারি,
ছেলে হারা শত মায়ের অশ্রু গড়া-এ ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি?"

ক. রেসকোর্স ময়দানের বর্তমান নাম কী? ১
খ. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বাংলাভাষার দাবিকে অগ্রাহ্য করেছিলেন— কথাটি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের লাইনগুলো যে আন্দোলনের স্মৃতি মনে করিয়ে দেয় তার চূড়ান্ত পর্যায় ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত লাইনগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট আন্দোলনের তাৎপর্য ব্যাপক— উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

১১.▶ ফেব্রুয়ারি মাসে শহিদ মিনারে ফুল দিতে এশার খুব ভাল লাগে। অনেক শহিদের কথা মনে করে তার মন খুব খারাপ। তাদের সাহসের কথা ভাবলে মনে হয়, তাদের কারণে আজ আমরা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছি।

ক. কতসালে পকিস্তানের সংবিধান রচিত হয়? ১
খ. মুসলিম লীগে কীভাবে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়? ২
গ. শহিদ মিনারে এশার ফুল দেওয়ার পেছনে বাংলার কোন আন্দোলনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের উক্ত দিবস কীভাবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায়? ব্যাখ্যা কর। ৪

সৃজনশীল বহুনির্বাচনি | মডেল প্রশ্নপত্রের উত্তর

১	গ	২	খ	৩	খ	৪	ক	৫	খ	৬	খ	৭	ক	৮	খ	৯	ঘ	১০	খ	১১	গ	১২	ক	১৩	ক	১৪	ঘ	১৫	ক
১৬	ঘ	১৭	খ	১৮	খ	১৯	ক	২০	ঘ	২১	গ	২২	গ	২৩	খ	২৪	ক	২৫	খ	২৬	ক	২৭	খ	২৮	গ	২৯	খ	৩০	গ